www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

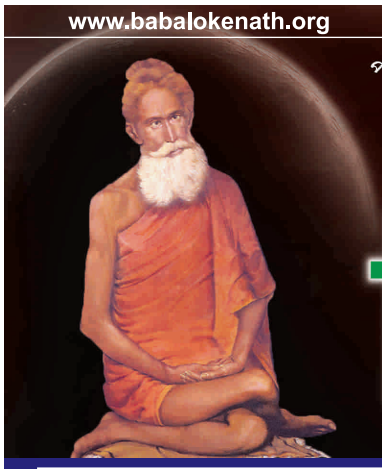

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের

দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিবাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

সপ্তবিংশতি বর্ষ / Vol. - 27, Issue No. - 4 | চতুর্থ সংখ্যা, ২২ জুলাই, ২০২২ / July 22, 2022 | ৫ই শ্রাবণ, সনঃ ১৪২৯

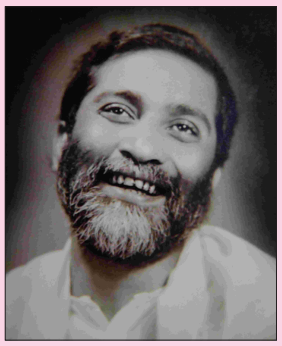

কেউ যদি মনে করে ভালোবাসি না, সে সেটা ভুল করে। ভালোবাসি আমি সবাইকে তবে যে যেরকম অর্থাৎ যার যেমন যোগ্যতা সেই হিসাবেই তাকে দিয়ে থাকি।

— ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী

"জিহ্বা ও উপস্থ, এই দুয়ের কর্মই তোমার কর্ম। এই দুই কর্মদেবতা কর্তৃকই তুমি বদ্ধ। জিহ্বা ও উপস্থের কার্যত্যাগ হইলে তুমিও মুক্ত হও"

— পরমপুরুষ শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

মহা সমারোহে পালিত হল

বাবা লোকনাথের ১৩২ তম তিরোধান দিবস

বাবা লোকনাথ! এই নাম শ্রবণে, স্মরণে, মননে বা কীর্তনে অনন্ত পাপরাশির বিনাশ, গঙ্গাস্নান অপেক্ষাও অধিক পুণ্যলাভ, মর্ত্যদেহ ছেড়ে এই মহাপুরুষ চলে গেছেন আজ থেকে ১৩২ বছর আগে, ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, দেহে থাকা অবস্থায় কোনদিন নিজের প্রচার চাননি, চাননি নশ্বর দেহের ছবি তুলতে, চাননি কোন মন্দির নির্মাণ করতে, অথচ দেহপাতের ১৩২ বছর পরেও, আজ এই ১৪২৯ বঙ্গাব্দে দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে তাঁর অধিষ্ঠান, বারদীর ব্রহ্মচারীর অপার যোগৈশ্বর্যের কথা হয়তো আজও সাধারণ মানুষ জানেনা, কিন্তু তবুও তাঁর নামে শ্রদ্ধায় নত হয় তাঁরা, জয়ধ্বনি দেয় তাঁর, বিপদে সম্পদে শরণাপন্ন হয় এই গনদেবতার।

এহেন গনদেবতার ১৩২ তম তিরোধান দিবস মহা সমারহে এ বছর পালিত হল লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন মন্দির প্রাঙ্গনে, কলকাতার কসবা অঞ্চলের শান্তি পল্লীতে। ২০২০ এবং ২০২১ খ্রীষ্টাব্দ, বিগত বছর দুটিতে বিশ্বজোড়া কোভিড মহামারীর কারণে জনসমাগম সরকারীভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কোন উৎসব আশ্রম প্রাঙ্গণে পালিত হয়নি, দু'বছর পর এবার বহু মানুষের উপস্থিতিতে পুনরায় আনন্দ মুখরিত হল আশ্রম প্রাঙ্গণ, বহু মানুষের মহামিলনে আশ্রম পরিণত হল পুণ্যভূমি বারদীতে। উৎসবের কেন্দ্রে যেমন আছেন বাবা লোকনাথ, তেমনি সমগ্র অনুষ্ঠানের মূল প্রাণশক্তি, ধারক, নির্দেশক তথা পরিচালক হিসেবে ছিলেন আমাদের বাবাজী, বাবা লোকনাথের প্রিয়তম সন্তান-শ্রীমৎ স্বামী বোধি শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

সকাল ৫.৩০ মিনিটে বাবা লোকনাথের মঙ্গলারতির মাধ্যমে উৎসবের শুভ সূচনা হল। এরপর একে একে বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ, অভিষেক ও অর্চন, বাবাকে বাল্যভোগ প্রদান, ভক্তিগীতি পরিবেশন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে থাকল। সকাল ১১.১৫ তে বোধি মহারাজ বাবা লোকনাথের চরণে ১০৮ পদ্ম অর্পণ করলেন, এরপর এল বাবা লোকনাথের মহাসমাধির সেই বিশেষ ক্ষণ- সকাল ১১.৪০। ১৩২ বছর আগে বারদীর আশ্রমে যে বিশেষ ক্ষণটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন উত্তরায়ণের ভাগে, সূর্যরশ্মি অবলম্বন করে পরপারে চলে যাওয়ার জন্য। প্রজ্জ্বলিত হল দীপ, শঙ্খবাদনের সাথে সাথে অজস্র মানুষ স্মরণ করলেন সেই মহামানবকে, প্রবচন শুরু করলেন বোধি মহারাজ, আশ্রম প্রাঙ্গণে গাছের ছায়ায় সহস্রাধিক মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ তাঁর কথায়। বোধির গুরুদেব ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী মহারাজের সঙ্গে বাবা লোকনাথের অপূর্ব পিতাপুত্র সম্বন্ধ ছিল। বাবা লোকনাথ স্বয়ং আদেশ করেছিলেন ভজন ঠাকুরকে, মানুষকে "নাম" দেবার জন্য। বলেছিলেন, "আমার আশ্রমে কেউ নাই যে জাগাইয়া তোলে, আমার খুব ইচ্ছা হয় তুই নাম দে" ভজন ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত প্রাচীন এক ডায়েরী থেকে বেশ কিছু অংশ পাঠ করে শোনালেন বোধি মহারাজ, সমগ্র তিরোভাব অনুষ্ঠানের মধ্যে এক অমূল্য অংশ হয়ে রইল মহারাজের এই প্রবচন অংশটুকু। বাবা লোকনাথ থেকে ভজন ঠাকুর, ভজন ঠাকুর থেকে আমাদের বাবাজী বোধি মহারাজ-এই সাধকত্রয়ের সূক্ষ এবং স্থূল উপস্থিতিতে সেদিন মুখরিত শান্তিপল্লীর আশ্রম। বেলা ১২.৩০-এ বাবা লোকনাথের ভোগ নিবেদন করা হল। সেই দিব্যগন্ধ ও আস্বাদে পরিপূর্ণ প্রসাদ গ্রহণ করলেন উপস্থিত অজস্র

--এরপর দ্বিতীয় পাতায়

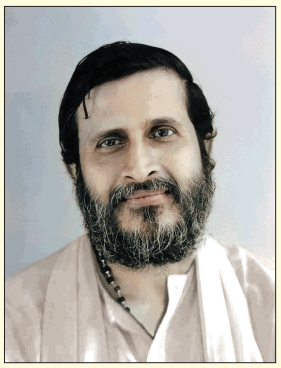

Did you hear that the milk of an angry and aggressive mother can create harmful effects on her child? Well, if that is possible, did you ever ponder what your negative affirmation and negative emotions can do to your beautiful body? It is the calm mind that can heal every situation and help create most positive outcome even in the midst of challenging situations. As we wake up to the Now, calmness descends, we are relaxed, and then God flows through us!
Allow the flow....
—Bodhi Shuddhaanandaa

সম্পাদকীয়

তিনি যেখানে, আনন্দ সেখানে

পৃথিবীর অপর প্রান্তে, সেই সুদূর দক্ষিণ গোলার্ধে, এক দ্বীপ মহাদেশে রয়েছেন আমাদের প্রিয় বাবাজী, বোধি শুদ্ধানন্দ মহারাজ, ক্যানবেরা, সিডনি সহ অষ্ট্রেলিয়ার নানা জায়গায় চলছে তাঁর সৎসঙ্গ, কীর্তন, সচেতনতার শিক্ষা, ১৯৮৭ সালে বাবা লোকনাথের কাছ থেকে ''ছড়িয়ে দে'' এই প্রত্যাদেশ পাওয়ার পর সারা বিশ্বময় তাঁর মানবতার বাণীকে ছড়িয়ে দেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন বাবাজী। সম্প্রতি বায়রন বে থেকে প্রেরিত তাঁর কীর্তনের ভিডিওটিতে আমরা দেখেছি যে, তাঁর সৎসঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন বেশ কিছু ভিনভাষী, ভিনধর্মী মানুষ যাদের মুখের আনন্দোজ্জ্বল অভিব্যক্তি বলে দিচ্ছে যে বাবাজীর উপস্থিতিতে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কীর্তনে অংশ নিচ্ছেন, অনুভব করছেন তাঁর প্রতিটি কথা, বাবাজী যখন, ''নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনং হৃদয়ে ন চ,'' শ্লোকটির ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, সবাই সাগ্রহে আকণ্ঠ পান করছেন তাঁর কণ্ঠসুধা! এটাই সনাতন হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য- যে ধর্মে একদা প্রাচীন ঋষিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল জীবনের জয়গান, পঞ্চভূত মন্থন করা জ্ঞানে উদ্ভাসিত হয়েছিল তাঁদের অন্তর, সেই জ্ঞান বাহিত হয়েছিল সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাখায়, আর্য্যঋষিদের সেই সুগভীর প্রজ্ঞার কাছে কোন দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, বা ভাষার ভেদ ছিলনা, বিশ্বচরাচর পরিব্যপ্ত করে থাকা অফুরান আনন্দের উৎসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা।

প্রাচীন ঋষিদের সেই অমৃতময় বাণীই যেন ধ্বনিত হচ্ছে আমাদের বাবাজীর কণ্ঠে, বাবা লোকনাথের শাশ্বত আদর্শকে তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেই সুদূর দ্বীপ মহাদেশে। কোলের শিশুকে নিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা বিদেশিনীর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বাবাজীর কীর্তনের কথা ও সুর, ভাষা এখানে কোন বাধা নয়, চিরন্তন এক ধ্রুব সত্যে অধিষ্ঠিত বাবাজীর বাণী, তাঁর সুর, এমনকি তাঁর উপস্থিতি, যে শ্লোক বাবাজী এই ভিডিওতে ব্যাখ্যা করেছেন তাই যেন তাঁর কথায় মূর্ত হয়েছে, বৈকুণ্ঠে নয়, যোগীর হৃদয়ে নয়, যেখানে ভগবানের নামগান হয়, সেখানেই তাঁর আবাস, ভারতবর্ষ থেকে বহু দূরে, সেই দ্বীপে মহাদেশের একটি গৃহকোন বাবাজীর উপস্থিতিতে তাঁর সুধামাখা কণ্ঠনিঃসৃত গানে মুহূর্তে যেন পরিণত হয়েছে বৈকুণ্ঠে, ভগবানের চিরআবাস তাঁর কথায়, তাঁর সুরে। অষ্ট্রেলিয়াতে বসেই বাবাজী স্মরণ করেছেন তাঁর গুরুদেব ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী মহারাজের তিরোধান দিবসকে, গত ৬ই জুলাই ভজন ঠাকুরের ৩০তম তিরোভাব তিথি পালিত হয়েছে সেখানে। বাবা লোকনাথ, ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী মহারাজ আর আমাদের বাবাজী এই ত্রয়ীর সম্মিলন যেখানে, আনন্দ সেখানে চিরবিরাজিত।

বাবা লোকনাথের ১৩২ তম তিরোধান দিবস

--প্রথম পাতার পর

মানুষ। দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের শেষে সন্ধে ৬ টা থেকে আবার শুরু হল বাবা লোকনাথের আরতি, ভক্তিগীতি এবং অবশ্যই বোধি মহারাজের সৎসঙ্গ, রাত ৯টায় শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে শেষ হল এ বছরের স্মরণোৎসব।

কিন্তু এ উৎসব তো শুধু ১৯শে জ্যৈষ্ঠের কিছু অনুষ্ঠানের সমাহার নয়, প্রকৃত উৎসব হোক প্রতিদিন, আমাদের হৃদয়ে, প্রস্ফুটিত হোক আমাদের হৃদপদ্ম, যেখানে পা রাখবেন উৎসবরাজ, সচ্চিদানন্দময় বাবা লোকনাথ।

মৌসুমী পাল--

মিশন সংবাদ

প্রচারের অন্তরালে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে মিশনের বিপুল কর্মকাণ্ড

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের বহুমুখী কর্মধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে নিঃশব্দে। প্রচারসর্বস্ব, গণমাধ্যম নির্ভর এই যুগে, শহরে স্বাচ্ছন্দ্য থেকে অনেকটা দূরে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে গণকল্যাণের জন্য একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে মিশন। প্রতিটি উদ্যোগকে সচল রাখার দুরূহ কাজটি যিনি অনায়াসে করে চলেছেন, যাঁর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় প্রতিদিন সঞ্জীবীত হয় প্রতিটি গণকল্যাণমূলক কাজ, সেই নিমাই বিশ্বাস মহাশয়ের কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মিশনের নরনারায়ণ সেবায় সাহায্য প্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা বর্তমানে ১৪২। ২০২১ সালের ১লা জানুয়ারী হাসনাবাদ থানার বাঁশতলা গ্রামে মাত্র ৫০ জন মানুষকে দ্বিপ্রাহরিক অন্নদানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এই কর্মযজ্ঞ। প্রতিদিন বেড়ে চলেছে এই অন্ন প্রার্থী মানুষের সংখ্যা। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য ক্রমবর্ধমান, মিশন আর্থিক ক্ষমতাও সীমিত, তবুও সুচারুভাবে প্রতিদিন সম্পন্ন হচ্ছে এই অন্নদানের কাজ। দরিদ্র অসহায় মানুষের মুখে ন্যুনতম আহারটুকু তুলে দিতে মিশন বদ্ধ পরিকর। ভবিষ্যতে আরও বেশী সংখ্যক মানুষ যাতে উপকৃত হন সে চেষ্টাও মিশন চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে সর্বাগ্রে চাই শিক্ষা, মিশনের কাজ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে সমগ্র সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গা মিলিয়ে মোট ৯২ টি প্রাথমিক শিক্ষাদানের বিদ্যালয় রয়েছে এবং এ বছরের গোড়ার দিকে মোট ন'জন নতুন শিক্ষিকা বিভিন্ন স্কুলে যোগদান করেছেন। শিক্ষা এখানে পণ্য নয়। গ্রামের উদার, নির্মল পরিবেশ, শিক্ষিকাদের স্নেহে শিশুদের শিক্ষার সূচনা হয় এখানে। সমস্ত স্কুলগুলি নিয়মিত পরিদর্শন করেন শ্রী নিমাই বিশ্বাস মহাশয়। এমনকি বর্ষাকালে যখন স্কুলগুলিতে উপস্থিত হয়ে পরিদর্শনের সুযোগ থাকে না তখন অনলাইন খবরাখবর নেওয়ার কাজটিও তিনি করেন অত্যন্ত ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে। বাঁশতলি গ্রামে যে বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরীর কাজ চলছিল, সে কাজও এগিয়ে গেছে বহুদূর-তৈরী হয়েছে একটি গোশালা, একটি উপাসনালয়, এবং শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জন্য একটি দ্বীপগৃহ-প্রকৃতির কোলে, পুকুরের জলের মাঝে একটি ছোট্ট ঘর। স্কুল সংলগ্ন এই পুকুরটিতে শুরু হয়েছে মাছ চাষ, স্কুলের চারপাশে রোপন করা হয়েছে অজস্র বৃক্ষ, তৈরী করা হয়েছে দু'শ

এটি হাসনাবাদ বাঁশতলা অঞ্চলে নরনারায়ণ সেবার আগে মহিলারা বাবা লোকনাথের নামে জয়ধ্বনি করছেন।

মাটির টব, যেখানে রোপন করা হবে আরও গাছ, পরিবেশ নির্মল রাখার কাজকে মিশন সর্বদাই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে।

গোসাবা অঞ্চলের বিজয়নগরে বাবা লোকনাথের মন্দিরের পাশে সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে একটি প্রশস্ত কক্ষ, যেখানে অতিথিরা আশ্রয় নিতে বা রাত্রিবাস করতে পারবেন। মিশনের তরফে যে ৭০০০ ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করা হয়েছিল উত্তরডাঙা অঞ্চলে, সেগুলো প্রায় চারফুট উচ্চতা লাভ করেছে বর্তমানে। সুন্দরবনের ক্ষতিগ্রস্থ ম্যানগ্রোভের অভাব পূরণে এই গাছগুলির রক্ষনাবেক্ষণ একটি অন্যতম জনহিতকর কাজ। চারাগুলির দেখভাল করে চলেছেন শ্রী নিতাই খাটুয়া মহাশয়। সদিচ্ছা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে সঙ্গী করে বহুজনের কল্যাণে নিরলস কাজ করে চলেছে লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন।

ইচ্ছা সে হো যা অনিচ্ছা সে জো সন্তান অপনী মাঁ কে আদেশ কা পালন করতী হৈ ভগবান উসকা মংগল করতা হৈ।

-- বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী